আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (১২ জানুয়ারি,২০১৯) বুলেটিন নং ১১০	১২ জানুয়ারি হতে ১৬ জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ০৮ জানুয়ারি হতে ১১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৮ জানুয়ারি	০৯ জানুয়ারি	১০ জানুয়ারি	১১ জানুয়ারি	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.০	২৭.০	২৫.২	২২.২	২২.২-২৭.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১২.৯	১৪.৬	১৬.৬	১৬.০	১২.৯-১৬.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬০.০-৯৩.০	৪৯.০-৯০.০	৪৩.০-৮৯.০	৬৭.০-৮৯.০	৪৩-৯৩
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৫.৬	৭.৪	১৩.০	১১.১	৫.৫৫-১২.৯৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৪	২	০	২	০-৪
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১২ জানুয়ারি হতে ১৬ জানুয়ারি, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.২-২৬.৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১১.৮-১৫.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৬.০-৮০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৫-৩.৬
মেঘের পরিমান (অক্টা)	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	উত্তর/উত্তর-পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

সাধারণ পরামর্শ:

- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস মতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের আবহাওয়া শুষ্ক অবস্থার সাথে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিরাজমান থাকবে। জেলার সর্বত্র মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে, তা দেশের কোথাও কোথাও বিকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। রাতের তাপমাত্রা এবং দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী ৭২ ঘন্টায় শেষের দিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। গত চার দিন জেলার সর্বত্র শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান ছিল। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস মতে জেলার সর্বত্র শুষ্ক অবস্থা বিরাজমান থাকবে। রবি শষ্য কর্তন এবং ফসলের জমিতে সেচ, সার, ও কীটনাশক দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশা ও বৃষ্টিপাতের সাথে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে দণ্ডায়মান ফসল, গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মৎস্যের বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- টমোটেতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন বৃষ্টিপাতের পর।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে বৃষ্টিপাতের পর।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন হতে পারে। আক্রমন দেখা দিলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।

বোরো ধান:

- সেচ প্রদান করে বীজতলা তৈরি অব্যাহত রাখুন বৃষ্টিপাতের পর।
- সকাল বেলা চারার ওপর জমে থাকা শিশির সরিয়ে ফেলুন।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতকে ২৮৩ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- যদি ইউরিয়া প্রয়োগের পর ও চারা পুনরুদ্ধার না হয়, প্রতি শতকে ৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে।
- ভাল বীজ অংকুরোধগমনের জন্য বীজতলায় ছাই প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা দিনের বেলা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং বিকেলে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।
- বীজতলায় ৩-৫ সে.মি পানির স্তর বজায় রাখুন।

আলু:

- হালকা সেচ প্রদান করুন কারন সামনের ০৫ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। চারা লাগানোর পর প্রথম সেচ ২৫ দিন পর, দ্বিতীয় সেচ ৬০ দিন পর এবং তৃতীয় সেচ ৮০ দিন পর দিতে হবে।
- মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন
- নাবী ধ্বসা রোগ থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। কুয়াশাময় আবহাওয়া দীর্ঘায়িত হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন
- মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। হালকা সেচ ২-৩বার প্রয়োগ করতে হবে মাটি ঝুরঝুরে করার আগে।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন

চীনা বাদাম:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমন দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে চীনা বাদামে লিফ মাইনর, শোষক পোকা এবং টিক্কা পাতা দাগ রোগ দেখা দিলে, অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্ত্বিক উদ্ভিদ ঘাস দিয়ে ঢেকে দিন।
- সেচ প্রদান বন্ধ করুন। কচি ফল গাছ ঠান্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- ৩-৪ মাসের কচি কলা গাছে কান্ড উইভিল পোকার আক্রমন দেখা দিলে, ক্লোরোপাইরিপস প্রতি লিটার পানিতে ০২ এমএল মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- গবাদী পশকে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।

- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।